সংবাদ

তারিখ 29 NOV 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা

কিশোরগঞ্জের সবখানে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার অভিযোগ

মোস্তফা কামাল, কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জের সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রতিটি পরীক্ষার আগের দিনই ওই পরীক্ষার সব প্রশ্ন শিক্ষার্থীরা জেনে যাচ্ছে। পরীক্ষার আগের দিন শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সাজেশনের নামে কৌশলে প্রশ্নগুলো বলে দিচ্ছেন। আর সেগুলোই পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

অভিযোগে আরও জানা গেছে, বিভিন্ন উৎস থেকে টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্রের নমুনাও পাওয়া যাচ্ছে। নিজ নিজ উপজেলায় খাতা দেখার পরিবর্তে এবার থেকে এক উপজেলার খাতা অন্য উপজেলায় দেখার নিয়ম চালু করার কারণেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রবণতা শুরু হয়েছে বলে অনেকের ধারণা।

খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেছে, এ পর্যন্ত জেলার প্রায় সব কয়টি উপজেলা থেকেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। গত সোমবার অনুষ্ঠিত ইংরেজি পরীক্ষার দিনই প্রথম এ বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচনায় আসে। সদর উপজেলা, ভৈরবগঞ্জ, তাড়াইল, কটিয়াদী, ইটনা, মিঠামইন, বাজিতপুর, ভৈরব ও কুলিয়ারচরের বিভিন্ন সূত্র থেকে এর সত্যতা পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত সমাজ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও আগের দিনই বিভিন্ন শিক্ষকরা জেনে গেছেন। বুধবারের বিজ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্নও মঙ্গলবার বিকেলেই অনেকে জেনে গেছেন। দেখা গেছে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে সংগৃহীত প্রশ্নগুলো মিলে গেছে। আর এসব প্রশ্নপত্র ফাঁসের ক্ষেত্রে প্রধানত সরকারি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরই বেশি জড়িত বলে অনেকে মন্তব্য করেন। রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, আনন্দ স্কুলসহ বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত স্কুলের শিক্ষকরা সরকারি প্রাইমারি শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রশ্নপত্র জোগাড় করেন বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফজলুল হক এ ধরনের প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোন খবর পাননি বলে গত বুধবার জানিয়েছেন। ওয়াকেবহালদের মতে, যেহেতু সারা জেলায় একযোগে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে, সেহেতু অনেকটাই পরিষ্কার যে- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মোটা অংকের আর্থিক সুবিধা নিয়ে সুকৌশলে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দিয়েছেন। তাদের মতে, এর আগে সমাপনী পরীক্ষার খাতা সংশ্লিষ্ট উপজেলাতেই দেখা হতো। কিন্তু এতে নম্বর দেয়ার ক্ষেত্রে নানা বৈষম্য ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ওঠায় এবার থেকে এক উপজেলার খাতা অন্য উপজেলার শিক্ষকরা দেখবেন বলে নিয়ম করা হয়েছে। ফলে পরস্পর যোগসাজশে নিজ নিজ শিক্ষার্থীদের ভালো নম্বর দেয়ার সুযোগটি হাতছাড়া হয়ে গেছে। এই আশঙ্কায় প্রতিটি উপজেলার শিক্ষকদের মাথায় যেনতেন প্রকারে নিজ নিজ স্কুলের শিক্ষার্থীদের ভালো নম্বর পাইয়ে দেয়ার অসাধু চিন্তা ঢুকে যায়। আর এই প্রতিযোগিতা থেকেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো জঘন্য ঘটনার সূত্রপাত। সংশ্লিষ্টদের ধারণা, সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করেই বৃত্তির বিষয়টিও নিশ্চিত হবে। তাইলে এরকম পরিস্থিতিতে ভালো মানের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা কাজ করবে। তাদের পরীক্ষার স্বাভাবিক প্রস্তুতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, পরীক্ষাও খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকবে।